176819 - আমরা ইসলামরে বয়স ওহী নাযলিরে শুরু থকেে হসিাব না করে হজিরতরে শুরু থকেে হসিাব করি কনে?

প্রশ্ন

আশা করি আমার এ প্রশ্নটি যখন আপনাদরে কাছে পৌঁছব; তখন আপনারা ভাল ও সুস্থ থাকবনে। আমার প্রশ্ন হল, আমি খয়োল করছে যি, কোন অমুসলমি যখন নবুয়তরে পর থকেে ইসলামরে বয়স সম্পর্কে জজ্ঞিসে করে তখন আমরা মুসলমান হসিবেে হজিরতরে পররে বছরগুলো উল্লখে করে জবাব দইি। আমার প্রশ্ন হল: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হজিরতরে পূর্বে নবুয়তরে ১৩ টি বছরকে বাদ দইি কনে? আমি জানি, যে বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরত করছেনে সটেি একটি মহান বছর ছলি। তবে আমরা সকলে জানি যে, নবুয়ত শুরু হয়ছেে হজিরতরে ১৩ বছর আগে থকেে। তাই আমরা যখন ইসলামরে বয়স কত এ প্রশ্নরে জবাব দইি তখন আমরা হজিরতরে পররে ১৪৩৩ বছর উল্লখে করি। কনে আমরা ১৩ বছর যোগ করে নবুয়তরে পররে ১৪৪৬ বছররে কথা বলি না? ইনশাআল্লাহ্; আপনারা আমাকে বষিয়টি ব্যাখ্যা করবনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এতে কোন সন্দহে নাই য, হজিরতরে পূর্বে মক্কাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বছরগুলো দাওয়াতী কাজে কাটয়িছেনে, নর্যিাতন সহ্য করছেনে, নর্বিোধদরে কথা সয়ছেনে সে বছরগুলো ইসলামরে বয়সরে মধ্যে গণ্য। বরং সে বছরগুলো ইসলামরে সবচয়েে মহান বছরগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত; যহেতেু তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অবস্থায় ছলিনে সটো ছলি তাঁর রবরে উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ ও তাঁর পথে নর্যিাতন সহ্য করণরে অবস্থা। এ বষিয়টতিে কোন ববিকেবান ব্যক্তি সন্দহে করে না এবং আদৌ কউে এটি অস্বীকার করে না; এমনকি সে ব্যক্তি মুসলমি হোক কংিবা অমুসলমি। কন্তিু মানুষ যে কারণে ক্যালন্ডোরে এবং যে কোন ঘটনার বছর উল্লখে করার ক্ষত্রেে হজিরী সনরে উপর নর্ভির করে এবং যে সনটি মানুষরে কথাবার্তায় অধকি ব্যবহৃত হয়— এর কারণ হল উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) এর যামানায় সাহাবায়ে করোম যখন সন প্রবর্তন করতে চাইলনে তখন তারা হজিরতকে ভত্তিি করে সন প্রবর্তন করার ব্যাপারে একমত হন। কনেনা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতষ্ঠিতি হওয়ার প্রকৃত তারখি তো সটোই— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরত করে মদীনাতে অবতীর্ণ হওয়া, লোকরো তাঁর পাশে একত্রতি হওয়া, তাঁকে সাহায্য করা ও হজিরতরে মাধ্যমে আরও যা কছিু ঘটছেে সে সব কারণে। এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্ররে রূপরখোগুলো ফুটে উঠা শুরু হয়।

ভৌগোলিক, সামাজিক, সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠে। এর আগে মুসলমানদের কোন রাষ্ট্র ছিল না। তাদের সার্বিক কোন নিয়ম ছিল না।

সাহাবায়ে কেরাম হিজরী ১৬ সালে, কারো কারো মতে, ১৭ সালে, কারো কারো মতে, ১৮ সালে উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে হিজরতের বছরকে ইসলামী সনের সূচনা হিসেবে নির্ধারণের ব্যাপারে একমত হন। এর পটভূমি হিল আমীরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) এর কাছে একটি দলিল পেশ করা হয়। উক্ত দলিলে এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির পাওনা হিসেবে লেখা ছিল: 'শাবান মাসে তার উপর (পরিশোধ করা) অবধারিত হবে'।

তখন উমর (রাঃ) বললেন: কোন শাবান? আমরা এখন যে বছরে আছি সে বছরের শাবান? নাকি গত বছরের শাবান? নাকি আগামী বছরের শাবান? এরপর তিনি সাহাবীদেরকে একত্রিত করে তাদের সাথে সন প্রবর্তন করার ব্যাপারে পরামর্শ করেন; যাতে করে তারা ঋণ ও অন্যান্য বিষয়ের মেয়াদ পূরণ হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন: পারস্যবাসীর সনের মত সন প্রবর্তন করুন। কিন্তু উমর (রাঃ) সেটা অপছন্দ করলেন। অপর এক ব্যক্তি বললেন: রোমানদের সনের মত সন প্রবর্তন করুন; তিনি সেটাও অপছন্দ করলেন। অন্য ব্যক্তিরা বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন থেকে সন নির্ধারণ করুন। কেউ কেউ বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তি থেকে সন নির্ধারণ করুন। কেউ কেউ বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের দিন থেকে সন নির্ধারণ করুন। কেউ কেউ বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দিন থেকে সন নির্ধারণ করুন।

উমর (রাঃ) হিজরতের বছর থেকে সন নির্ধারণের দিকে ঝুঁকলেন; যেহেতু হিজরতের তারিখটি বেশি মশহুর। এতে সাহাবায়ে কেরামও একমত হলেন। অর্থাৎ তারা হিজরতের বছর থেকে ইসলামী সনের সূচনা ধরার ব্যাপারে একমত হলেন। এ সনের প্রথম মাস হিসেবে 'মুহররম' মাসকে নির্ধারণ করেন মর্মে তাদের থেকে প্রসিদ্ধ আছে। এটাই জমহুর আলেমের অভিমত; যাতে করে নিয়মে কোন গোলযোগ না ঘটে।[দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ (২৫১-২৫৩)]

ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে (৩৯৩৪) 'সাহল বিন সা'দ' থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: তারা (সাহাবীরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের বছর থেকেও গণনা করেননি, মৃত্যুসাল থেকেও গণনা করেননি; তারা গণণা করেছেন তাঁর মদীনায় আগমনের বছর থেকে।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: কোন কোন আলেম হিজরতের বছর থেকে সন গণনা শুরু করার সাযুজ্যতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: যে ঘটনাগুলো তাঁর জীবনে ঘটেছে এবং যেগুলোকে সন গণনার শুরু ধরা যেতে পারে এমন ঘটনা চারটি: তাঁর জন্ম, তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তি, তাঁর হিজরত ও তাঁর মৃত্যু। তাদের নিকট (সাহাবীদের নিকট) হিজরত থেকে সন গণনার শুরু ধরা প্রাধান্য লাভ করেছে। কেননা জন্মবর্ষ ও নবুয়তপ্রাপ্তির বর্ষ কোনটি সেটা বিতর্কমুক্ত নয়। মৃত্যুবর্ষকে শুরু ধরেননি যেহেতু সেটার স্মরণ শোকাবহ। তাই আর বাকী রইল হিজরতের বর্ষ। তারা রবিউল আউয়াল মাসকে বাদ দিয়ে মুহররম মাসকে শুরু

ধরছেনে যহেতেু হজিরত করার পাকাপাক্ত সদ্ধিান্ত মুহররম মাস থকেে শুরু হয়। যহেতেু বাইআত সংঘটতি হয়ছেে যলিহজ্জ মাসে। বাইআতই ছলি হজিরতরে প্রারম্ভকিা। বাইআতরে পর প্রথম চাঁদ ছলি মুহররম মাসরে চাঁদ, হজিরতরে দৃঢ় সদ্ধিান্ত হয়ছেে মুহররমরে চাঁদে। তাই মুহররমকে শুরু ধরা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ছে। মুহররম থকেে বছররে শুরু ধরার ব্যাপারে আমি যত বক্তব্য পয়েছে িতার মধ্যে এটি সর্বাধকি যুক্তযিুক্ত।

ইমাম হাকমে সাঈদ বনি মুসায়্যবি থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: "উমর (রাঃ) লোকদরেকে সমবতে করে কোনদনি থকেে সন গণনার শুরু ধরা হবে সে সম্পর্কে তাদরেকে জজ্ঞিসে করলনে। তখন আলী (রাঃ) বললনে: যইে দনি রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরত করছেনে এবং শর্কিরে এলাকা ত্যাগ করে এসছেনে সইে দনি থকেে। তখন উমর (রাঃ) সটোই করলনে...।"[সংক্ষপেে সমাপ্ত]

তাই যনিি ইসলামরে বয়সকে হজিরত থকেে গণনা করনে তনিি সন ও ক্যালন্ডোরকে উদ্দশ্যে করে থাকনে এবং দনি ও ঘটনা জানার ক্ষত্রেে এবং মানুষরে আকদ-চুক্তি ও যাত্রা ইত্যাদি জানার ক্ষত্রেে মানুষ যে একক নয়িমরে উপর একমত হয়ছেে সটোকে বুঝয়িে থাকনে। মানুষ এ নয়িমরে উপর উমর (রাঃ) এর খলিাফতকাল থকেে আমাদরে আজকরে সময় পর্যন্ত একমত। যনিি এই সনরে ভত্তিতিে ইসলামরে বয়স নর্িধারণ করনে তনিি বুঝাতে চান- ইসলামী রাষ্ট্র প্রতষ্ঠিার বয়স। ইসলাম রাষ্ট্র হজিরতরে মাধ্যমইে শুরু হয়ছে।

পক্ষান্তর, ইসলামরে শুরু এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষরে জানাজানরি শুরু এর আগে থকে; এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন নাই। বরং ব্যাপক অর্থ ইসলাম হচ্ছে ঐ ধর্ম বান্দাদরে জন্য যে ধর্মই হচ্ছে আল্লাহ্র মনোনীত এবং যে ধর্ম দয়িে আল্লাহ্তাঁর নবী-রাসূলগণকে পাঠয়িছেনে। এখানে সে অর্থ উদ্দশ্যে নয়।

আমরা মনে করি না য, এমন কউে আছে যনিি মনে করনে য, ইসলামরে প্রকৃত সূচনা হজিরত থকেে এবং দাওয়াতরে যে বছরগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে যারা মক্কাতে কাটয়িছেনে সে বছরগুলোকে বাদ দয়িে দয়ে। এমন কথা কউে বলনে।ি

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।